ফ্লাগ মিটিং-এর পরও বিভিন্ন সীমান্তে উত্তেজনা অব্যাহত

সিলেট অফিস ॥ লাঠিটিলা সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়া গতকাল বৃহস্পতিবার জকিগঞ্জে বিডিআর ও বিএসএফের মধ্যে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকে লাঠিটিলা সীমান্তে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য বিএসএফের পক্ষ হইতে দুঃখ প্রকাশ এবং এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। বৈঠকে সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাস, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে উভয়পক্ষ সচেষ্ট থাকিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে জকিগঞ্জস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্টহাউজে সকাল ১১টা হইতেবিকাল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষে বিডিআর সিলেট সেক্টরের কমান্ডার কর্নেল আশিফুল হোসেন ও ভারতের পক্ষে কাছাড়-মিজোরাম অঞ্চলের বিএসএফের ডিআইজি রাহুল নেতৃত্ব দেন। গতকাল বৃহস্পতিবার জকিগঞ্জে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়া বিডিআর, বিএসএফের মধ্যকার দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘন্টাব্যাপী ফ্লাগ মিটিং-এর পর আশা করা হইতেছে সিলেটের সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত হইয়া আসিবে। এই ফ্লাগ মিটিং-এ বিডিআর-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আশিফুল হোসেন এবং বিএসএফের ডিআইজি রাহুল। স্থানীয় সূত্র এই ফ্লাগ মিটিংকে 'অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ' উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ বৈঠক হইয়াছে।

সিলেটের জৈন্তা-গোয়াইনঘাট সীমান্তে পাদুয়ার ঘটনা লইয়া সীমান্ত পরিস্থিতি যে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে সীমান্ত এলাকায় এখনও তাহার রেশ কাটিয়া উঠে নাই। উভয় দেশের সীমান্ত এলাকায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বেশ সতর্ক অবস্থানে রহিয়াছে। এখনও জনগণের মধ্যে ভয়ভীতি শঙ্কা দূর হয় নাই। মৌলভীবাজারের লাঠিটিলা, প্রতাপপুর, জাফলং, তামাবিল সীমান্তে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে মানুষ দিন কাটাইতেছে। সীমান্ত এলাকার মহিলারা ঘরে ফিরে নাই। অনেক গ্রামে ভয়ে পুরুষরাও রাতে বাড়ী থাকে না।

বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফের অনুপ্রবেশের আতঙ্ক এখনও আছে। গত মঙ্গলবার কানাইঘাটের লক্ষ্মীপ্রসাদ পশ্চিম ইউনিয়নের সোনাতনপুঞ্জি গ্রামে ১৩১৪নং পিলারের দিকে বাংলাদেশের ১ কিলোমিটার ভিতরে বিএসএফের কয়েকজন প্রবেশ করিয়াছে এবং যাওয়ার সময় গ্রামের আব্দুল নূরের বাড়ী হইতে জোরপূর্বক কয়েকটি ছাগল নিয়া যায়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। বিষয়টি বিডিআরকে অবহিত করা হইয়াছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, পাদুয়ার ঘটনার পর সিলেট সীমান্তে বিএসএফ অন্ততঃ ৫ বার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

গতকাল তামাবিল স্থলবন্দর দিয়া অত্যন্ত কড়াকড়ির মধ্যে কয়লা আমদানী হইয়াছে। তামাবিল স্থলবন্দরের অপরপ্রান্তে বিএসএফ সদস্যদের খুবই সতর্ক থাকতে দেখা যায়। বৃহস্পতিবার জকিগঞ্জ কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন দিয়া কোন পণ্য আসে নাই এবং ভ্রমণকারী যাতায়াত করে নাই। উল্লেখিত ফ্লাগ মিটিং-এর জন্য উভয় দিক হইতেই বেশ কড়াকড়ি ছিল।

কুলাউড়া সংবাদদাতা ॥ লাঠিটিলা সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত রহিয়াছে। সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে এখনও থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে। ভারতের লাঠিটিলা সীমান্ত চৌকি হইতে বিএসএফ নূতন করিয়া গুলীবর্ষণ করে নাই। লাঠিটিলার উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিরসনকল্পে গত বুধবার বিকাল ৫টায় মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার ফুলতলা বিডিআর কোম্পানী হেডকোয়ার্টার সংলগ্ন রাঘনা সীমান্তে বিডিআর এবং বিএসএফ-এর মধ্যে কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিডিআর-এর একটি সূত্র জানায়, পতাকা বৈঠক ফলপ্রসূ হইয়াছে। ভুল বোঝাবুঝির কারণে কোন পক্ষই যেন আক্রমণাত্মক আচরণ না করে এই ব্যাপারে তাহারা সমঝোতায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার পরও বয়স্ক, মহিলা ও শিশু-কিশোর সদস্যরা বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসে নাই। বিডিআর-এর পক্ষ হইতে ডোমাবাড়ী, কচুরগুল ও লাঠিটিলা গ্রামের বাসিন্দাদেরকে বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে।

বিলোনিয়া হইতে সালাহউদ্দিন মোঃ রেজা ॥ ফেনী জেলার ১৩৩ কিলোমিটার বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তা পর্যায়ে সীমান্ত বৈঠক অব্যাহত রহিয়াছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা হইতে ১টা পর্যন্ত বিলোনিয়া সীমান্ত চেকপোষ্ট এলাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০ দিনে এই নিয়া এখানে অনুরূপ ৩ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে কুমিল্লা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল গোলাম এবং ভারতের পক্ষে উক্ত সীমান্তের ডিআইজি আরকে ডেবাস প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠকে উত্তেজনা প্রশমনে পরস্পরের সহযোগিতা কামনা করা হয়। আলোচনা চলিলেও বিএসএফ শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সীমান্তে অতিরিক্ত বিএসএফ, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ব্লাক কেট মোতায়েন করা হইতেছে বলিয়া সীমান্ত এলাকার সূত্র জানায়। তবে বিএসএফ-এর পক্ষ হইতে বলা হয়, বিলোনিয়া টাউন এলাকায় ব্লাক কেট হিসাবে যাহাদের দেখা যাইতেছে তাহারা মূলতঃ তেল উত্তোলনে নিয়োজিত কর্মচারী। এদিকে গত বুধবার দুপুরে চম্পকনগরের ২১৯৯ পিলার এলাকায় ফ্ল্যাগ বৈঠক চলাকালে ভারতীয় অংশে ভারতীয় আর্মির জীপ দেখা যায়। তবে বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি জানান, তাহারা বিএসএফ-এর সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। ফেনী জেলার পুরা বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে বসবাসকারীদের মধ্যে আতংক অব্যাহত রহিয়াছে। ফেনীর মুহুরীর চর সংলগ্ন বিডিআর-এর নিজকালিকাপুর ক্যাম্প এলাকার লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা একটু বেশী বলিয়া এলাকাবাসী জানায়। কারণ উক্ত এলাকার তিনদিকে ভারতের বিলোনিয়া আইসি নগর ও গর্জনিয়া নামে তিনটি বিএসএফ ক্যাম্প রহিয়াছে। ফেনী সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ অংশে বিডিআর-এর ১৯টি এবং ভারতের অংশে বিএসএফ-এর ১৭টি ক্যাম্প রহিয়াছে। ফেনী সীমান্তের বিলোনিয়া চেকপোষ্ট এলাকা সবচাইতে বেশী স্পর্শকাতর স্থান। বিলোনিয়া এলাকায় এ পর্যন্ত ৪৮ বার সংঘর্ষ হইয়াছে। সংঘর্ষসমূহে ভারতেরই বেশী ক্ষতি হইয়াছে। মুহুরীর ৫২ দশমিক ৫ একর চর নিয়া বিরোধের কারণে বিভিন্ন সময় বিলোনিয়া সীমান্তে সংঘর্ষে ভারতের বিলোনিয়া টাউনের লোকশূন্য হইয়া পড়িতে দেখা যায়। সর্বশেষ '৯৯ সালের ২৫শে অক্টোবর সংঘর্ষে বিলোনিয়া টাউনে কয়েকজন লোক মারা যায়। বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী কয়েকজন মন্তব্য করিয়াছেন যে, মানসিকভাবে দুর্বল ভারতের বিলোনিয়া টাউনের লোকজনের আস্থা টিকাইয়া রাখার জন্য বিএসএফ-এর শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন যে, স্পর্শকাতর মুহুরী এলাকার দৃষ্টি এড়ানোর জন্য বিএসএফ ছাগলনাইয়া সংলগ্ন চম্পকনগর সীমান্তে শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। এদিকে গত মঙ্গলবার রাতে চম্পকনগর সীমান্তে ভারতীয় অংশ হইতে আকাশের দিকে আলোর বিচ্ছুরণ (ব্লেয়ার) ছড়ানো হয়। ইহাতেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি রহিয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্রের ধারণা। এদিকে গত এক সপ্তাহ পূর্বেও বিলোনিয়া চেকপোষ্ট এলাকায় বিডিআর, বিএসএফ ও কাস্টমসের লোকজনের মধ্যে অবসর সময়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুশল বিনিময় করিত। কিন্তু বর্তমানে একে অপরের চেহারা পর্যন্ত দেখিতেছে না।

রংপুর সংবাদদাতা ॥ রৌমারী সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফের সংঘর্ষের পর উত্তর সীমান্তে বিএসএফ অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করায় চোরাচালানীদের দুর্দিন চলিতেছে। কড়াকড়ি অবস্থার কারণে ভারতীয় পণ্য সহজেই বাংলাদেশে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। ইহার ফলে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে গরুর মাংস, পিঁয়াজ, মসলা ইত্যাদির দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অপরদিকে বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে বিএসএফ সদস্যরা প্রায় দিন উস্কানিমূলক তৎপরতা চালাইতেছে। সীমান্ত আইন লংঘন করিয়া বিএসএফ প্রায় দিন বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করিয়া বাংলাদেশীদের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন অব্যাহত রাখিয়াছে। বিএসএফের বাড়াবাড়ি বিডিআর শান্তভাবে মোকাবিলা করিতেছে। গত মঙ্গলবার রাত ১০টায় দিনাজপুরের বিরল স্টেশন ও ভারতের রাধিকাপুর রেলস্টেশনের সীমান্ত পিলার ৩৩০/৬ অতিক্রম করিয়া ৩০/৩৫ জন বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্তের ২ শত গজ ভিতরে ঢুকিয়া ঠনঠনিয়া গ্রামের লোকজনের উপর কোন কারণ ছাড়াই মারপিট করে। পরে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী একজোট হইয়া তাহাদের ধাওয়া করিলে তাহারা পিছু হটে। ইহার প্রতিশোধ হিসাবে গতকাল বৃহস্পতিবার বিএসএফ বাংলাদেশী সীমান্তের কিছু বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। হিলি স্থল বন্দরের অদূরে বিএসএফ বাংলাদেশ হইতে ভারতগামী নাগরিকদের হয়রানিসহ দুর্ব্যবহার করিতেছে। একই ঘটনা ঘটিতেছে লালমনিরহাট বুড়িমারী স্থল বন্দরেও।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হইতে ইউএনবি জানায়, ১৬ জন বিএসএফ জওয়ান নিহত হওয়ার পর ভারত এই ঘটনার মোড় পরিবর্তন করার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা এখন বলিতেছে, বড়াইবাড়ি গ্রামটি পুনর্দখল করার জন্যই নাকি তাহারা সীমান্ত অতিক্রম করে।

রৌমারী সীমান্ত হইতে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে আতঙ্ক কাটে নাই। সীমান্ত জুড়িয়া এখনও থমথমে অবস্থা বিরাজ করিতেছে। উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সতর্কাবস্থায় রাখা হইয়াছে। ভারতীয় সীমান্তে বিএসএফ আরও শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। বিএসএফ টহল দল বড়াইবাড়িসহ রৌমারী সীমান্তের বিডিআর চৌকিগুলির উপর কড়া নজর রাখিতেছে। গত বুধবার ও গতকাল বৃহস্পতিবার সীমান্তের ভারতীয় ভূখন্ডে হেলিকপ্টার উড়িয়াছে। বিএসএফ ও ভারত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হেলিকপ্টারযোগে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৮ই এপ্রিল সীমান্ত সংঘর্ষ ও বিএসএফের ক্ষয়ক্ষতিতে বিএসএফের জোয়ানদের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এখনও প্রশমিত হয় নাই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যই বিএসএফ-এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সীমান্ত এলাকায় ঘন ঘন পরিদর্শনে আসিতেছেন।

রৌমারীর বড়াইবাড়ি, হিজলাবাড়ি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে দেখা গিয়াছে, ২৬৮ কিলোমিটার সীমান্ত জুড়িয়া বিএসএফের শক্ত ঘাঁটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বাংকারে বাংকারে ভারী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিএসএফ সার্বক্ষণিক অবস্থান করিতেছে। বিএসএফ 'কমব্যাট' পোশাকে সীমান্ত এলাকায় টহল দিতেছে। বাংলাদেশ ভূখন্ডের বিডিআর ফাঁড়িগুলির আশেপাশে সাদা পতাকা উড়িলেও ভারতীয় ভূখন্ডে বিএসএফের সীমান্ত চৌকিগুলিতে কোন পতাকাই দেখা যাইতেছে না। বিএসএফকে রেড এলার্টে রাখা হইয়াছে। বাংলাদেশ ভূখন্ডে বিডিআর-এর সীমান্ত চৌকিগুলিতে বিডিআর প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি লইয়া আছে।

ভারত ভূখন্ডে বিএসএফের অতিরিক্ত সেনা সমাবেশ, জোরদার টহল ও কড়া নজর রাখার ফলে সীমান্ত অঞ্চলের জনগণ আতঙ্কাবস্থায় আছে। রৌমারী সীমান্তের ৩০টি গ্রামের মানুষ ৮ দিন যাবৎ ঘর ছাড়া। দিনে পুরুষ মানুষ বাড়ি ঘরে অবস্থান করিলেও রাতে কেহ ঘরবাড়িতে থাকে না। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন ও রৌমারী উপজেলা প্রশাসন জনগণকে ঘরবাড়িতে ফেরার আহ্বান জানাইলেও আতঙ্কিত জনগণ সাড়া দিতেছে না। রৌমারীর বড়াইবাড়ি ও কলাবাড়ি সীমান্ত ঘেষা ও বিরোধীয় এলাকা এখন ধ্বংসস্তূপ। গত ১৮ই এপ্রিল বিএসএফ গ্রামটি অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করে। গ্রামবাসী বাড়িঘরে ফিরিতে সাহস পাইতেছে না।

রৌমারী সীমান্ত ছাড়াও উত্তর সীমান্তের দিনাজপুর, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নীলফামারী জেলার সীমান্তেও আতঙ্কাবস্থা বিরাজ করিতেছে। এইসব সীমান্ত অঞ্চলেও বিএসএফ অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।